মুজিবনগরে প্রধানমন্ত্রীর উপহার হিসাবে ৬ জন ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবার পেল গৃহ ও জমি

মুজিববর্ষে দেশের একজনও ভূমিহীন ও গৃহহীন থাকবে না প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা’র ঘোষণাযায়ী বৃহস্পতিবার সকালে দেশব্যাপী ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারের কাছে নব নির্মিত দুই কক্ষ বিশিষ্ট সেমি পাকা ঘরের চাবি ও জমির দলিল হস্তান্তর করা হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী গণভবন থেকে ভার্চুয়ালি এ কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন করেন। বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারের উন্নত জীবন গঠনে এবং বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন পূরণে সোনার বাংলা গড়তে দেশে কোন ঠিকানা বিহীন বা গৃহহীন মানুষ থাকবে না বলে যে ঘোষনা দিয়েছিলেন। এই কার্যক্রমের অংশ হিসেবে মুজিবনগর উপজেলা প্রশাসন তৃতীয় পর্যায়ে ৬ জন ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারের বসবাসের জন্য জমির দলিল ও নতূন ঘরের চাবি তুলে দিয়েছেন।

ঘরের দলিল হস্তান্তর উপলক্ষে,উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে আয়োজিত অনুষ্ঠানে, উপজেলা নির্বাহী অফিসার সুজন সরকারের সভাপতিত্বে,প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা প্রশাসক ডঃ মোহাম্মদ মনসুর আলী খান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল)অপু সরোয়ার,মুজিবনগর থানা ইনচার্য ওসি মেহেদি রাসেল,উপজেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি রফিকুল ইসলাম তোতা,সাধারণ সম্পাদক আবুল কালাম আজাদ,উপজেলা মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান আফরোজা খাতুন,দারিয়াপুর ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সভাপতি মোস্তকিম হক খোকন কমান্ডার সহ উপজেলা প্রশাসনের কর্মকর্তা কর্মচারি বৃন্দ মুক্তিযোদ্ধা,আওয়ামীলীগ সহ অংগসংগঠনের নেতৃবৃন্দ,সাংবাদিক ও সুধিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

বাস্তবায়ন হয়নি মেহেরপুরের ‘সীমান্ত হাট’ কার্যক্রম

মেহেরপুর জেলার ভারতীয় সীমান্তে ৩টি ‘সীমান্ত হাট’ বসার কথা থাকলেও অধ্যবধি সে কর্মসূচী বাস্তবায়ন না হওয়ায় আক্ষেপ বেড়েছে সীমান্তবাসির।

দু দেশের কৃষি ও খাদ্য পণ্যের বাণিজ্যিক ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক উচ্চ মাত্রায় নিয়ে যাওয়ার লক্ষে বাংলাদেশ ও ভারত সরকার সীমন্তের নোম্যান্সল্যান্ডের উপর সপ্তাহে দুই দিন হাট বাজার বসানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।

এছাড়া কৃষি ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ও ভারতের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বৃদ্ধি, দু দেশের উৎপাদিত কৃষি পণ্যের উৎপাদন খরচ ও বাজার দর সম্পর্কে কৃষকদের সরাসরি জানানো, দু দেশের বিলুপ্তপ্রায় খাদ্যপণ্যগুলোরও পরিচিতি লাভ। কৃষি পণ্যের বাজারজাত বৃদ্ধির উদ্দ্যেশ্য ও লক্ষ ছিল এতে।

২০১৭ সালে এই জেলার সীমান্তে তিনটি হাট বসানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিলো উভয় দেশের সরকার। সেসময় সীমান্ত হাটের জন্য সাইট সিলেকশনও করা হয়েছিল। পরবর্তিতে সরকারী কোন নির্দেশনা না পাওয়ায় হাটের কার্যক্রম ঝুলে যায়।

এ জন্য স্থান নির্ধারিত ছিল গাংনী উপজেলার কাজিপুর, সদর উপজেলার বুড়িপোতা ও মুজিবনগর উপজেলার মুজিবনগর।
গাংনী উপজেলার কাজীপুর গ্রামের অবসরপ্রাপ্ত সেনা সদস্য ওমেদ আলী, স্থানীয় রাজনীতিবিদ আব্দুল আলিম ও ব্যবসায়ী আব্দুর রহমান জানান, আমাদের এখানে একটি সীমান্ত হাট বসার জন্য দু দেশের বিজিবি ও বিএসএফ পর্যায়ে স্থান নির্বাচন করা হয়েছিলো। সে মতে উভয় দেশের প্রশাসনিক পর্যায়ের কর্মকর্তারা অনেক দুর এগিয়েছিলেন। সীমান্ত হাটের জন্য স্থানও নির্ধারণ করেছিলেন উভয় দেশের পক্ষ থেকে। কিন্তু আজোও হাট বসানো হয়নি। হাট বসানো হলে এলাকার অর্থনৈতিক অবস্থার একটি আমুল পরিবর্তন হতো।

বুড়িপোতা গ্রামের কৃষক আব্দুস সামাদ ও রওশন আলী বলেন, সীমান্তে হাট বসলে কৃষি পণ্য বিক্রি করার জন্য একটি আন্তর্জাতিক মানের বাজার পেতাম আমরা। এছাড়া আমাদের পার্শ্ববর্তি দেশ ভারতের সাথে

একটা বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশ তৈরী হতো। সীমান্তে উভয় দেশের মানুষের মাঝে যে উত্তেজনাটা থাকে সেটিও অনেকটাই দুর হতো। কিন্তু সেটি ঝুলে গেছে প্রশাসনিক জটিলতায়।

বিজিবির একটি সূত্র জানায়, বিজিবি এবং বিএসএফ নিয়মিত পতাকা বৈঠক, ফ্রেন্ডসিপ টূর্ণামেন্ট ও যৌথভাবে টহল দেওয়ায় সীমান্তে বিজিবি ও বিএসএফ’র মধ্যে সোহার্দ্য ও সম্প্রীতি বিরাজ করছে। সীমান্তে এখন অনেকটাই উত্তেজনা প্রশমন হয়েছে। আগে সীমান্তবাসি অনেকটাই অসচেতন ছিলেন। এছাড়া আমাদের দেশের মানুষের মাঝে সচেতনতা সৃষ্টির জন্য উঠান বৈঠক, মসজিদে মসজিদে মুসল্লিদের সাথে আলোচনা সভা ইত্যাদী করে থাকি। যে কারনে এদেশের মানুষরা আগের মত জীবনের ঝূঁকি নিয়ে সীমান্তে যায়না।

৪৭ বর্ডারগার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) কুষ্টিয়া সেক্টরের অধিনায়ক লেপ্টেনেন্ট কর্ণেল গোলাম মোর্শেদ বলেছেন, বাংলাদেশ এখন স্বনির্ভর একটি দেশ। সীমান্তে হাট বাজার বসালে দু দেশের মানুষের যাতায়াত বাড়বে। এর ফলে অনেক খারাপ মানুষ এপার ওপার হবে। আইনশৃংখলার বিষয়টি মাথায় রাখতে হবে। ভারত থেকে সাবান শ্যাম্পু বা অন্যান্য প্রসাধনি দ্রব্যাদি অবাধে আসার ফলে দেশীয় শিল্পকলকারখানায় উৎপাদিত প্রসাধনী মার খাবে। অর্থনৈতিকভাবে আমরা ক্ষতিগ্রস্থ হবো। আমরা এখন অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বি তাই আমরা চাচ্ছিনা ওভাবে ব্যবসা বাণিজ্য গড়ে উঠুক।

সীমান্তে কাটাতারের বেড়া আর ভাগীরতি নদীই মেহেরপুর ও ভারতের পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জেলাকে বিভক্ত করেছে। অথছ, স্বাধীনতার পূর্বে দু-দেশের মানুষের মধ্যে ছিলো এক অন্যরকম সেতু বন্ধন। দু দেশের মানুষের আত্মীয়-স্বজনের বাড়িতে নদী পার হয়ে অবাধেই আসা যাওয়া চলতো।

জেলার গাংনী, মুজিবনগর ও সদর থানার বিভিন্ন পয়েন্টে রয়েছে ভারতীয় সীমান্ত। জেলার উপজেলার বিভিন্ন এলাকার সীমান্ত ২২ টি রুট রয়েছে।

গাংনীর চাঞ্চল্যকর পুলিশ কনস্টেবল হত্যা মামলায় ৪ জনের যাবজ্জীবন

মেহেরপুরে চাঞ্চল্যকর পুলিশ কনস্টেবল আলা উদ্দীন হত্যা মামলায় ৪ আসামির যাবজ্জীবন জেল দিয়েছেন আদালত।

আজ বৃহস্পতিবার বেলা পৌনে ১২ টার সময় এক জনাকীর্ণ আদালতে অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ রিপতি কুমার বিশ্বাস এ রায় ঘোষণা করেন।

একই আদালত একই ঘটনায় অপর একটি মাদক মামলায় আসামিদের ৭ বছর কারাদন্ড, ১০ হাজার টাকা করে জরিমানা অনাদায়ে আরো ৩ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ডাদেশ দেন। মামলায় বাকি ২ আসামিকে বেকসুর খালাস দেওয়া হয়েছে।

দণ্ডপ্রাপ্ত আসামিরা হলেন- কুষ্টিয়া জেলার মিরপুর উপজেলার বলিদাপুর গ্রামের আব্দুল মালেকের ছেলে সোহেল (৪৫), মৃত জামাত আলীর ছেলে রুবেল (২৮), সোনা উল্লাহর ছেলে শাকিল হোসেন (২৮) ও কালু মন্ডলের ছেলে আনিচ (৩৫)।

খালাসপ্রাপ্তরা হলেন- কুষ্টিয়া জেলার দৌলতপুর উপজেলার ধর্মদহ গ্রামের আব্দুস সামাদের ছেলে আবু বকর সিদ্দিক ও একই গ্রামের আজাহার আলীর ছেলে আতিয়ার রহমান।

মামলার বিবরণে জানা গেছে, ২০১৫ সালের ২৪ জুলাই সন্ধ্যা সাড়ে ৭ টার দিকে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গাংনী উপজেলার সাহেবনগর তালতলা মোড় নামক স্থানে পিরতলা পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ এএসআই সুবীর রায় ও তার সঙ্গীয় ফোর্সসহ মাদক বিরোধী অভিযান পরিচালনা করেন।

এসময় কাজিপুর থেকে একটি সাদা মাইক্রোবাস আসতে দেখে পুলিশের ওই দলটি গাছের গুড়ি রাস্তায় ফেলে মাইক্রোবাসটিকে গতিরোধ করে। এসময় নিজেদের গায়ে টর্চের আলো ফেলে পুলিশ পরিচয় দিয়ে মাইক্রোবাসের চালককে নেমে আসতে বলেন।

পরে ফেনসিডিল বহণকারী মাইক্রোবাসটি বিপরীত দিকে চালিয়ে পালানো

চেষ্টা করে। এসময় কনস্টেবল আলাউদ্দীন তার রাইফেলের বাট দিয়ে চালকের সামনের কাচ ভেঙ্গে দেন।

এসময় মাইক্রোবাসটি থেমে যায়। পরে পুলিশের কনেস্টবল আলাউদ্দীনকে তারা ধাক্কা দিয়ে মাইক্রোবাসের বাম্পারের সাথে বাধিয়ে টেনে ছেঁচড়িয়ে প্রায় দেড় কিলোমিটার দুরে হাড়াভাঙ্গা মাদ্রাসার সামনে নিয়ে ফেলে রেখে পালিয়ে যায়।

পরে তাকে উদ্ধার করে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রাত ৯টার সময় মারা যান তিনি।

পরের দিন ২৫ জুলাই সকালের দিকে কুষ্টিয়ার মিরপর উপজেলার বলিদাপাড়া থেকে ওই মাইক্রোবাসটি (যার নং কুষ্টিয়া-চ-০২-০০১১) মামলার প্রধান আসামি আনিছ বাড়ির পাশে একটি বাঁশ বাগান থেকে জব্দ করা হয়। এসময় মাইক্রোবাসের সীটের নিচ থেকে ৫০ বোতল ফেনসিডিল জব্দ করা হয়।

এ ঘটনায় পরের দিন ২৫ জুলাই পিরতলা পুলিশ ক্যাম্পের তৎকালিন আইসি সুবীর রায় বাদী হয়ে এ ঘটনায় ১৯৭৪ সালের স্পেশাল ক্ষমতা আইনে হত্যা ও মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে পৃথক দুটি মামলা দায়ের করেন।

মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা গাংনী থানার তদন্ত অফিসার মুক্তার আলী ২০১৫ সালের ২৯ ডিসেম্বর ৬ জনকে আসামি করে আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করেন। হত্যা মামলায় ১৬ জন এবং মাদক মামলায় ১২ জন সাক্ষী সাক্ষ্য প্রদান করেন।

মামলায় সরকার পক্ষে অতিরিক্ত পাবলিক প্রসিকিউটর কাজী শহিদুল হক এবং আসামী পক্ষে মারুফ আহম্মেদ বিজন, কামরুল হাসান ও খন্দকার আব্দুল মতিন আইনজীবীর দায়িত্ব পালন করেন।

সরকার পক্ষের আইনজীবী কাজী শহিদুল হক বলেন, মামলার নথিপত্র পর্যালোচনা ও স্বাক্ষীদের সাক্ষ্যে দোষী প্রমাণিত হওয়ায় বিজ্ঞ বিচারক ৪ জন আসামিকে যাবজ্জীবন কারাদÐ দিয়েছেন বিজ্ঞ আদালত। এটা ন্যায় বিচারের একটি প্রতীক হয়ে থাকবে।

আসামী পক্ষের আইনজীবি অ্যাডভোকেট মারুফ আহমেদ বিজন বলেন, রায় ভাল হয়েছে। তবে মামলার তদন্তকারী অফিসার যথেষ্ট ত্রুটি রেখে চার্জশীট দিয়েছেন। আমরা পরবর্তিতে উচ্চ আদালতে যাবো।

মেহেরপুরে পুলিশের অভিযানে গ্রেফতার ৫, মাদক উদ্ধার

মেহেরপুরে পুলিশের অভিযানে বিভিন্ন মামলায় আদালতের পরোয়ানাভূক্ত ৫ জন আসামী গ্রেফতার হয়েছে। এদের মধ্যে সদর থানা পুলিশ আদালতের পরোয়ানাভূক্ত জিআর মামলার ১ জন ও মুজিবনগর থানা পুলিশ অভিযান চালিয়ে আদালতের পরোয়ানাভূক্ত জিআর মামলার ১ জন ও সিআর মামলার ৩ আসামী গ্রেফতার করেছে।

এদিকে গাংনী থানা পুলিশের অভিযানে পরিত্যক্ত অবস্থায় ৩০ পিচ ইয়াবা, ১০০ গ্রাম গাঁজা, ২ গ্রাম হেরোইন ও একটি ছাগল উদ্ধার করেছে। এছাড়া সদর থানায় উদ্ধার হয়েছে ৪ পিচ ইয়াবা।

বুধবার সকাল থেকে আজ বৃহস্পতিবার (২১ জুলাই) ভোররাত পর্যন্ত জেলার বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে এসব আসামী গ্রেফতার করে পুলিশ।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক, সদর ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (উপপরিদর্শক) মেজবাহ উদ্দীন আহম্মেদ ও মুজিবনগর ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেহেদী রাসেল এসব অভিযানে নেতৃত্ব দেন।
মেহেরপুর পুলিশ সুপারের কন্ট্রোলরুম এ তথ্য নিশ্চিত করেছে।

আজ বৃহস্পতিবার গ্রেফতারকৃত আসামীদের আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

মেয়াদ উত্তীর্ণ পণ্য বিক্রির

অভিযোগে দুটি দোকানে ২০ হাজার টাকা জরিমানা

মেয়াদ উত্তীর্ণ পণ্য বিক্রয়, মুল্য তালিকা প্রদর্শন না করা, মেয়াদ মূল্য বিহীন পণ্য বিক্রয় এবং মেয়াদ উত্তীর্ণ বীজ বিক্রি ও অন্য প্রতিষ্ঠানের নামে বীজ প্যাকেটজাত করার অপরাধে গাংনী উপজেলা শহরের একটি মুদি ও একটি বীজের দোকানে অভিযান চালিয়ে ২০ হাজার টাকা অর্থদন্ড করেছে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদফতর পরিচালিত ভ্রাম্যমান আদালত।

বুধবার জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর, মেহেরপুর জেলা কার্যালয় কর্তৃক সহকারী পরিচালক সজল আহমেদ এর নেতৃত্বে দোকান দুটিতে এ ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালিত হয়।

জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদফতরের চুয়াডাঙ্গা আঞ্চলিক অফিসের সহকারী পরিচালক সজল আহমেদ জানান মেয়াদ উত্তীর্ণ পণ্য বিক্রয়, মুল্যতালিকা প্রদর্শন না করা, মেয়াদ মূল্য বিহীন পণ্য বিক্রয়ের অপরাধে গাংনী শহরের উত্তরপাড়া এলাকার মেসার্স শফিকুল স্টোরকে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন-২০০৯ এর ৩৮ ও ৫১ ধারায় ১০ হাজার টাকা ও মেসার্স মেহেদী বীজ ভান্ডারকে মেয়াদ উত্তীর্ণ বীজ বিক্রয় ও অন্য প্রতিষ্ঠানের নামে বীজ প্যাকেটজাত করে বিক্রয়ের অপরাধে ৪৫ ও ৫১ ধারায় ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

অভিযানে জব্দকৃত বিপুল পরিমাণ মেয়াদ উত্তীর্ণ পণ্য ও বীজ জব্দ করে তা প্রকাশ্যে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া হয়। এসময় জেলা তথ্য কর্মকর্তা মোঃ আব্দুল্লাহ আল মামুন, জেলা কৃষি বিপণন কর্মকর্তা মোঃ তারিকুল ইসলাম, জেলা নিরাপদ খাদ্য অফিসার রিয়াজ মাহমুদ উপস্থিত ছিলেন।

অভিযানে মুদিখানা, তেল, বীজ ভান্ডারসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান তদারকি করা হয়। এছাড়া সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধিতে ভোক্তা ও ব্যবসায়ীদের মাঝে লিফলেট বিলি করা হয়। জনস্বার্থে আগামীতেও এ অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে জানান তিনি।

মেহেরপুর সড়ক ও জনপথ বিভাগের বিভিন্ন কাজে অনিয়মের অভিযোগ, দুদকের অভিযান

মেহেরপুর সড়ক ও জনপথ বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী, উপবিভাগীয় প্রকৌশলী ও সাব এ্যাসিষ্টেন্ট ইঞ্জিনিয়ারদের বিরুদ্ধে দূর্ণীতির অভিযোগ পাহাড় সমান।নিম্নমানের নির্মাণ সামগ্রী দিয়ে রাস্তা মেরামতের নামে অর্থ লোপাট, রাস্তা নির্মাণ শুরুর আগেই ঠিকাদারদের অতিরিক্ত অর্থ প্রদানসহ নানা ধরণের অনিয়ম ও দূর্ণীতির অভিযোগ তাদের বিরুদ্ধে।

মেহেরপুর সড়ক ও জনপথ বিভাগের কর্মকর্তাদের এসব অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগে বাংলাদেশ দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) কুষ্টিয়া আঞ্চলিক কার্যালয়ে উদ্যোগে ব্যাপক অভিযান চালিয়েছে।

দুদক কুষ্টিয়া আঞ্চলিক কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক নীল কমল পালের নেতৃত্বে সমন্বিত জেলা কার্যালয় কুষ্টিয়ার উপ-সহকারী পরিচালক মাহিদুল ইসলাম, আতিকুর রহমান, আবু তালহার নেতৃত্বে আজ বুধবার (২০ জুলাই) দুপুরের দিকে এ অভিযান চালানো হয়।

দুদকের অভিযানে সময় মেহেরপুর সওজ বিভাগের উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী (এসডি)মিজানুর উপস্থিত থাকলেও মেহেরপুর সড়ক ও জনপথ নির্বাহী প্রকৌশলী নজরুল ইসলামসহ অন্যান্য সাব এ্যাসিস্টেন্ট ইঞ্জিনিয়াররা অনুপস্থিত ছিলেন ।

তবে, একটি সূত্র জানায়, দুদকের অভিযানের খবর টের পেয়ে সাব এ্যাসিস্টেন্ট ইঞ্জিনিয়ার শাহিনুজ্জামানসহ অন্যান্যরা গা ঢাকা দেন।

সাব এ্যাসিস্টেন্ট ইঞ্জিনিয়ার শাহিনুজ্জামান জানান, আমি সকালে এসে সাইটে গেছিলাম। অফিসে ফিরেছি বিকেলের দিকে। তার আগে দুপুরের দিকে দুদকের টীম অফিসে এসেছেন। একটি রাস্তার অনিয়ম দেখার জন্যই অফিসে দুদকের টীম এসেছে বলে জানান তিনি।

দুদকের সহকারী পরিচালক নীল কমল পাল জানান, মেহেরপুর সড়ক ও জনপথ বিভাগের বিভিন্ন কাজে অনিয়মের অভিযোগ পেয়ে অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে। বিভিন্ন কাজের নথিপত্র কতৃপক্ষকে দেওয়ার জন্য বলা হয়েছে। নথিপত্র পরীক্ষ-নিরীক্ষার পর কোনো কিছু পেলে আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হবে।

গাংনীর কাথুলী ইউনিয়নে শিক্ষার্থী দের মাঝে বাইসাইকেল ও ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারে ল্যাপটপ বিতরণ

গাংনীর কাথুলী ইউনিয়ন পরিষদে মেধাবী শিক্ষার্থীদের মাঝে বাইসাইকেল ও ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারে ল্যাপটপ ও হ্যান্ড মাইক বিতরণ করা হয়েছে।

আজ বুধবার দুপুর ১.৩০ মিনিটের সময় কাথুলী ইউনিয়ন পরিষদের মিলনায়তন কক্ষে ২০২১-২২ অর্থ বছরে ইউনিয়ন উন্নয়ন সহায়তা তহবিল এর আওতায় মেধাবী শিক্ষার্থী দের মাঝে বাইসাইকেল কুতৃবপুর স্কুল এন্ড কলেজ-এ আইপিএস ও ল্যাপটপ,ও ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারে ল্যাপটপ, প্রিন্টার ও হ্যান্ড মাইক বিতরণ কার্যক্রম অনুস্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ১ নং কাথুলী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান রানা।প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মোঃ সরোয়ার হোসেন (ডি এফ এল জি এস পি-৩) মেহেরপুর।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কুতুবপুর স্কুল এন্ড কলেজের সহকারী শিক্ষক ও কাথুলী ইউনিয়ন কৃষক লীগের সভাপতি রেজাউর রহমান।

কুতুবপুর স্কুল এন্ড কলেজের অধ্যাক্ষ (ভারপ্রাপ্ত) হাফিজুল ইসলাম। উপস্থিত ছিলেন ইউপি সদস্য আশরাফুল ইসলাম, ইউ পি সদস্য বাবলু হোসেন,হুসাইন মাহমুদ,ইউপি সদস্য আজমাইন হোসেন,মহিলা ইউপি

সদস্য ঝর্না বেগম,আরিফা খাতুন,ফরিদা খাতুন সহ স্থানীয় গন্যমান্য ব্যাক্তি বর্গ উপস্থিত ছিলেন।

মুজিবনগরে গাছের সঙ্গে অটোর ধাক্কা, বাবা-ছেলে আহত

মেহেরপুরের ঐতিহাসিক স্থান মুজিবনগরে ঘুরতে যাওয়া সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাছের সঙ্গে ব্যাটারি চালিত ইজিবাইককের ধাক্কায় ফারুক হোসেন (৫২) ও তার ছেলে সাঈদ হোসেন (১০) আহত হয়েছেন।

আজ বুধবার বেলা সাড়ে তিনটায় সময় মোনাখালী-মুজিবনগর সড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। ফারুক হোসেন মুজিবনগর উপজেলার মোনাখালী গ্রামের মৃত সাবের হোসেনের ছেলে।

জানা গেছে, ফারুক হোসেন ও তার ছেলে সাঈদ হোসেন মুজিবনগরে ঘুরতে যাওয়া সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ব্যাটারি চালিত ইজিবাইক গাছের সঙ্গে ধাক্কা খায়। ফারুক হোসেন ও তার ছেলে সাঈদ হোসেন গুরুতর আহত হওয়াই স্থানীয়রা তাদের মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করেন।

আহত ফারুক হোসেন ও সাঈদ হোসেন এখন মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন।

মুজিবনগরের শিবপুরে ভিজিএফের ৪০০ কেজি চাল জব্দ

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার মোনাখালী ইউনিয়নের শিবপুরে ৪০০ কেজি ভিজিএফের চাল জব্দ করেছে প্রশাসন।

বুধবার বিকাল ৪টার দিকে মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সুজন সরকার চালগুলো জব্দ করে ইউনিয়ন পরিষদের জিম্মায় রাখার নির্দেশ দেন।

চালগুলো ইউনিয়ন পরিষদ থেকে একটি ভ্যানযোগে প্যানেল চেয়ারম্যান ও ৫ নম্বর ওয়ার্ড মেম্বর মোমিনের উদ্দিনের বাড়িতে নেওয়া হচ্ছিল।

স্থানীয়রা জানান, দুপুরের দিকে একটি ভ্যানযোগে সাড়ে ৫ বস্তা চাল (প্রতি বস্তায় ৭৫ কেজি করে) ভ্যানযোগে যেতে দেখে সন্দেহ হয়। এসময় ভ্যানটিকে আটকিয়ে ভ্যান চালককে জিজ্ঞাসা করলে তিনি জানান, মোনাখালী ইউনিয়ন পরিষদ থেকে চাল নিয়ে ৫ নম্বর ওয়ার্ড মেম্বর মোমিনের বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। খবর পেয়ে চেয়ারম্যান মফিজুর রহমান ও সচিব রাশিদুল ইসলাম ঘটনাস্থলে পৌছান। এসময় স্থানীয়রা চেয়ারম্যান ও সচিবকে লাঞ্চিত করে অবরুদ্ধ করে রাখে।

খবর পেয়ে মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সুজন সরকার, মুজিবনগর থানার ওসি মেহেদী রাসেল, পিআইও নাহিদা আকতার ঘটনাস্থলে যান। সেখানে চালগুলো জব্দ করে ইউনিয়নের পরিষদের জিম্মায় রাখার নির্দেশ দেন মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সুজন সরকার। এবং স্থানীয়দের কাছে থেকে সচিবকে উদ্ধার করেন।

অভিযুক্ত মেম্বর মোমিন উদ্দিন বলেন, আমার ৫ নম্বর ওয়ার্ডের ৩০ জন সুবিধাভোগী চাল নেননি। সেই চাল তাদের দেওয়ার জন্য বাড়িতে নেওয়া হচ্ছিলো। এ বিষয়ে চেয়ারম্যান ও সচিব জানেন।

তবে চেয়ারম্যান মফিজুর রহমান জানান, এ চালের বিষয়ে তিনি কিছুই জানেন না।

মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সুজন সরকার বলেন, প্রাথমিকভাবে চাল জব্দ করে ইউনিয়ন পরিষদে রাখা হয়েছে। এ বিষয়ে তদন্ত কমিটি গঠন করা হচ্ছে। তদন্ত শেষে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

মেহেরপুরে পুলিশের অভিযানে গ্রেফতার ৬, ৩টি মামলা রুজ্জু

মেহেরপুর পুলিশের নিয়মিত অভিযানে গত ২৪ ঘন্টায় বিভিন্ন মামলার ৬ জন আসামী গ্রেফতার হয়েছে। এদের মধ্যে গাংনী থানা পুলিশ ৩ জন, সদর থানা পুলিশ ২ জন ও মুজিবনগর থানা পুলিশ ১ জনকে গ্রেফতার করেছে।

মঙ্গলবার সকাল থেকে আজ বুধবার (২০ জুলাই) ভোররাত পর্যন্ত জেলার বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে এসব আসামী গ্রেফতার করে পুলিশ।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক,মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেহেদী রাসেল ও সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মেজবাহ উদ্দীন আহম্মেদ এসব গ্রেফতার অভিযানে নেতৃত্ব দেন।

মেহেরপুর পুলিশ সুপারের কন্ট্রোলরুম এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। আসামীদের মধ্যে নিয়মিত মামলায় ২ জন, আদালতের পরোয়ানাভূক্ত জিআর মামলায় ২ ও সিআর মামলার ২ জন রয়েছে।

এদের মধ্যে গাংনী থানা পুলিশ মারামরির ঘটনায় দায়ের করা নিয়মিত মামলার ১ জন।

আদালতের পরোয়ানাভূক্ত সিআর মামলার ২ জন। সদর থানা পুলিশ আদালতের পরোয়ানাভূক্ত জিআর মামলার ২। এবং মুজিবনগর থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে দায়ের করা নিয়মিত মামলার ১ জন আসামী গ্রেফতার করে।

এদিকে গাংনী থানায় মারামারী ও মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে ২টি ও মুজিবনগর থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে একটি মামলা এফআইআরভূক্ত হয়েছে।

গ্রেফতারকৃতদের আসামীদের আজ বুধবার (২০ জুলাই) সকালের দিকে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে বলে সূত্রটি জানিয়েছে।